দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 05 FEB 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 5

79

22

শিক্ষাক্ষেত্রে স্বীকৃতি

বুধবার জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ সমাপ্ত হয়েছে। এই সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষ্যে দেশের বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কয়েকজন শিক্ষককে স্বীকৃতিসূচক পুরস্কার দেয়া হয়েছে। স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা মিলিয়ে ২৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ৪০ জন শিক্ষককে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের স্বীকৃতিদানের এই ব্যবস্থাকে আমরা স্বাগত জানাই। এদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকতার পেশা বেশী অবহেলিত। শিক্ষা জাতীয় অগ্রগতির মূলে হলেও জাতি শিক্ষকদেব ইতিপূর্বে যথার্থ সম্মান দেয়নি। শিক্ষকতার পেশাকে এদেশে স্রেফ পেশা হিসাবেই গণ্য করা হয়। তার অন্তর্নিহিত মহত্ব আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। সুতরাং আজ যখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের যোগ্য সম্মান লাভ করছে শিক্ষকরা পাচ্ছেন তাদের কাজের ও দক্ষতার স্বীকৃতি, তখন জাতির চিন্তার রাজ্যেই একটা বড় রকম পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয়।

কিন্তু পুরস্কৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ও শিক্ষকদের যে তালিকা আমাদের হাতে এসে পড়েছে তা আমাদের কিছুটা ভাবিয়ে তুলেছে। তালিকাটা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে প্রধানত রাজধানী ঢাকা ও বিভিন্ন শহরের সরকারী স্কুল কলেজ মাদ্রাসাই এবং প্রধানতঃ ঐসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাই পুরস্কৃত হয়েছেন। রাজধানী ঢাকার বেসরকারী স্কুলগুলোর কোন কোনটা স্বীকৃতিমূলক পুরস্কার লাভ করলেও তালিকাটিতে উপজেলায় বা গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির নাম তেমন নেই। তেমনি বেসরকারী বা গ্রামাঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষা অপেক্ষা রাজধানী ও অন্যান্য শহরের সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকরাই প্রধানতঃ এই পুরস্কার লাভ করেছেন।

এর দুটো অর্থ হতে পারে। (১) বেসরকারী বা গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান পরিস্থিতি স্বীকৃতি লাভের উপযুক্ত নয়, (২) তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে পুরস্কার নির্ণয়ক কমিটির সুস্পষ্ট ধারণা নেই। গ্রামাঞ্চলে অনেক উচ্চমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে এবং অনেক যোগ্য শিক্ষক আছেন। আমাদের বিশ্বাস ভবিষ্যতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ খবর নিয়ে তাদেরও পুরস্কৃত করা হবে।

এ বছর যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক সম্মানিত হয়েছেন তাদের আমরা অভিনন্দন জানাই এবং আশা করি যে এই স্বীকৃতি তাদের দায়িত্ব পালনে অধিকতর উৎসাহিত করবে।